advertisement

নবীন শিক্ষার্থীদের আতঙ্ক গণরুম

জাবি প্রতিনিধি
১৩ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১৩ অক্টোবর ২০১৯ ০০:৪৭

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) প্রশাসনের কঠোর তৎপরতায় ক্যাম্পাসে র‍্যাগিং অনেক কমে এলেও গণরুমকেন্দ্রিক র‍্যাগিং কালচার কমেনি বিন্দুমাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের গণরুমগুলোতে নবীন শিক্ষার্থীদের রাতভর মানসিক নির্যাতন প্রায়ই ঘটে। র‍্যাগিংয়ে নির্যাতনের শিকার হয়ে বিচার চাইলে তা বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অনেকাংশে ব্যর্থ। ফলে এসব ঘটনায় বিভিন্ন সময়ই পত্রিকার শিরোনাম হচ্ছে জাবি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী জানান, আগে যে র‍্যাগ দেওয়া হতো, তা সত্যিকার অর্থে মানসিক নিপীড়ন কিংবা শারীরিক লাঞ্ছনার পর্যায়ে যেত না। এখন র‍্যাগিংয়ের ঘটনাগুলোয় পরিবারের সদস্যদের কটূক্তিসহ মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের পর্যায়ে যাচ্ছে। আর এসব ঘটনায় মুখ্য ভূমিকা রাখছে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন।

জানা যায়, র‍্যাগিংয়ের ঘটনাগুলো কিছু দিন আগেও ঘটত হলের গেস্টরুমে। প্রশাসনিক তৎপরতায় সেটি এখন হয় গভীর রাতে হলের গণরুমে। অভিযোগ রয়েছে, হলের গণরুমের র‍্যাগিং বন্ধ করতে ব্যর্থ হল প্রশাসন। এর কারণ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগকে দায়ী করে হলে তাদের

একচ্ছত্র আধিপত্যকে দেখা হচ্ছে। খাতা-কলমে প্রতিটি হলের সব দায়িত্ব হল প্রশাসনের। কিন্তু বাস্তবে হলের রুম বণ্টন, হলের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি প্রভৃতি ছাত্রলীগই নিয়ন্ত্রণ করছে। এতে হলের গণরুমের র‍্যাগিংয়ের ঘটনাগুলো নিয়ন্ত্রণ হল প্রশাসন করতে পারছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের 'ক্যাম্পাস কালচার' শেখানো ও 'ইনটিমিচি' বাড়ানোর নামে মানসিক নির্যাতন চালান কথিত সিনিয়ররা। অনেক ক্ষেত্রে এসব মানসিক নির্যাতন, শারীরিক নির্যাতনের পর্যায়ে চলে যায়। আর এসব ঘটনায় নেতৃত্ব দেয় মূলত ছাত্রলীগ।

গত এপ্রিল মাসে মওলানা ভাসানী হলের প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থীকে র‍্যাগিংয়ের নামে বেধড়ক পিটিয়ে কান ফাটিয়ে দেওয়া হয়। মীর মশাররফ হোসেন হলের ৪৮তম ব্যাচের ওই শিক্ষার্থী ঘটনার দিন রাত ১২টার দিকে মওলানা ভাসানী হলের গণরুমে তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাদের ১১৪ নম্বর রুমে ডেকে পাঠান ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। ওই রুমেই নিয়মিত প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ওপর র‍্যাগিংয়ের নামে নিপীড়ন করা হয়। পরে তুচ্ছ কারণে ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের গালাগাল ও মারধর করা হয়। একপর্যায়ে নিজের পরিচয় দিতে ভুল করায় শিক্ষার্থী মোশাররফকে মারধর করেন বাংলা বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম তুহিন। মারধরের পর তাকে ১১৩ নম্বর কক্ষে পাঠানো হয়। কিছুক্ষণ পর মোশাররফ ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের তার অসুস্থতার কথা জানালে বাংলা বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের নজরুল তাকে আবার মারধর করেন। এতে তার বাম কান ফেটে রক্ত বের হতে থাকে। পরে ঘটনা জানার পরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। অভিযুক্ত শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগের রাজনীতিতে জড়িত।

advertisement

গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মিজানুর রহমান বিভাগের সিনিয়র শিক্ষার্থীদের দ্বারা র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারান। মিজানুরের বন্ধুরা জানান, ঘটনার আগের দিনদুপুরে ৪৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা তাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার নামে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। মিজানুর সহজ-সরল হওয়ায় তাকে আলাদাভাবে অকথ্য ভাষায় গালি দেওয়াসহ শারীরিক নির্যাতন করেন সিনিয়ররা। এ ঘটনার পর বন্ধুদের সঙ্গে অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকেন মিজানুর। ঘটনা শুনে হলের শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয় তাকে। এর পর তাকে মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেন কর্তব্যরত ডাক্তার।

এর আগেও মীর মশাররফ হোসেন হলের গণরুমে ছাত্রলীগকর্মীদের হাতে প্রথম বর্ষের শতাধিক শিক্ষার্থী র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। মানসিক নির্যাতনের কারণে রসায়ন বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র শরিফুল ইসলাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ ঘটনার পর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ওবায়দুর রহমান খোঁজ নিতে গেলে হলের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ দিদার বলেন, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের নামে মানসিক নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত। এসব নির্যাতন গণরুমকেন্দ্রিক। এ ছাড়া রুমে ডেকে এনে নির্যাতনের ঘটনাও ঘটছে। এসব ঘটনার পর অভিযোগ

দেওয়া হলে প্রশাসন অভিযুক্তদের বক্তব্যকেই প্রাধান্য দেয়। এসব ঘটনার বিচার না হওয়ার ফলে মানসিক নির্যাতনের ঘটনাগুলো একেবারে সাধারণীকরণের প্রবণতা দেখা যায়। বিচারহীনতার এ সংস্কৃতির কারণে মানসিক নির্যাতনের ঘটনাগুলো কমছে না।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধ্যক্ষ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক বশির আহমেদ আমাদের সময়কে বলেন, প্রতিটি হলের প্রাধ্যক্ষরা নিয়মিত হলের মনিটরিং করছেন। মনিটরিং আরও গতিশীল করতে আমরা প্রভোস্ট কমিটির সভা ডেকেছি। আশা করছি সামনে যে কোনো ধরনের অনাকাক্সিক্ষত ঘটনা রোধ করতে পারব। এ ছাড়া আমরা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর হলগুলো তল্লাশি করার চিন্তা করছি।